রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, সেপ্টেম্বর ২১, ২০২৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ০৬ আশ্বিন, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ/ ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৩৭ (মু: ও প্র:)**।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ০৬ আশ্বিন, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ/ ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ তারিখে প্রণীত নিম্নে উল্লিখিত অধ্যাদেশটি এতদ্দ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হইল।

অধ্যাদেশ নং ৩৭, ২০২৬

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত

অধ্যাদেশ

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৪নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

যেহেতু সংসদ অধিবেশনে নাই এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করিলেন:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই অধ্যাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে ইহা কার্যকর হইবে।

২। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।**—পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৪নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর—

(ক) দফা (৩) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (৩ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(৩ক) "ইকনোমিক অপারেটর (Economic operator)" অর্থ এমন কোনো ব্যক্তি যিনি কোনো ক্রয়কারীর সহিত চুক্তির অধীনে পণ্যসরবরাহ বা কার্যসম্পাদন বা ভৌতসেবা বা বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগতসেবা সম্পাদনে নিয়োজিত আছেন এবং এই আইনের বিভিন্ন ধারার বর্ণনায় সম্মিলিতভাবে ব্যবহারের শর্তে উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে সরবরাহকারী (Supplier), ঠিকাদার (Contractor), সেবাপ্রদানকারী (Service provider) এবং পরামর্শক (Consultant)";

(খ) দফা (৮) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (৮) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৮) "ক্রয়কারী (Procuring Entity)" অর্থ সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা কোনো পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের জন্য প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো কর্মকর্তা অথবা উক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অপর কোনো কর্মকর্তা;"

(গ) দফা (১৮) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (১৮) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১৮) "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট" অর্থ এই আইনের অধীন সরকারি তহবিল ব্যবহারের মাধ্যমে কোন ক্রয়কারী কর্তৃক ক্রয়কে বুঝাইবে;";

(ঘ) দফা (৩১) এ উল্লিখিত "ফ্যাক্স বা ইলেকট্রনিক বার্তাও" শব্দগুলির পরিবর্তে "ইলেক্ট্রনিক মেইল বা বার্তাও" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঙ) দফা (৩৬) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (৩৬ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(৩৬ক) "সুযোগবঞ্চিত ব্যক্তি" অর্থ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬ কার্যকর হইবার তারিখের পূর্ববর্তী অনধিক ২০ (বিশ) বৎসরের মধ্যে বৈধ নিবন্ধন বা লাইসেন্স থাকা সত্ত্বেও সরকারি ক্রয় কার্যে অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয় সুযোগ বা অনুকূল পরিবেশের অভাবে কোনো সরকারি ক্রয়প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে নাই অথবা অংশগ্রহণ করে নাই এমন কোনো ব্যক্তি;"।

৩। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৬ এর উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) ক্রয়কারী ধারা ৫(২) এর অধীন দাখিলকৃত দরপত্র বা প্রস্তাব বিবেচনার উদ্দেশ্যে, দরপত্র বা প্রস্তাব দাখিলের সময়সীমা অতিক্রান্তের পূর্বে ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কর্মকর্তা বা ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধানের নিম্নতর পর্যায়ের কোনো অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে মূল্যায়ন কমিটির ন্যূনতম একজন সদস্যসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যক্তি সমন্বয়ে একটি দরপত্র বা প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ কমিটি গঠন করিবে।"।

৪। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৭ এর উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) ক্রয়কারী দরপত্র বা প্রস্তাব দাখিলের জন্য নির্দিষ্টকৃত তারিখের পূর্বে ক্রয়কারীর নিজস্ব কার্যালয় এবং তাহার কার্যালয় বহির্ভূত কোনো কর্মকর্তা সমন্বয়ে, অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ বা অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান এর উচ্চতর কোনো কর্তৃপক্ষ হইলে ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিব অথবা পরিচালনা পর্ষদের সভাপতির অনুমোদনক্রমে, দরপত্র বা প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি গঠন করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো নির্দিষ্ট ক্রয়ের জন্য দরপত্র বা প্রস্তাবসমূহ একটির অধিক মূল্যায়ন কমিটি দ্বারা মূল্যায়ন করা যাইবে না"।

৫। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ১১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১১ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "বাস্তবায়িতব্য কোনো প্রকল্পের অধীন ক্রয়কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে, ক্রয় কৌশল অনুসরণে প্রণীত ও সরকার কর্তৃক অনুমোদিত উক্ত প্রকল্প" শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে "বাস্তবায়িতব্য কোনো প্রকল্পের অধীন ক্রয়কার্য বা কর্মসূচি পরিচালনার ক্ষেত্রে, ক্রয় কৌশল অনুসরণে প্রণীত ও সরকার কর্তৃক অনুমোদিত উক্ত প্রকল্প বা কর্মসূচি" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "রাজস্ব" শব্দের পরিবর্তে "পরিচালন" শব্দ এবং "বাৎসরিক" শব্দের পারিবর্তে "বার্ষিক" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৫) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৫) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৫) ক্রয়কারী ক্রয়কার্য সম্পাদনের সুবিধার্থে কোনো ক্রয়চাহিদাকে বিধিতে বর্ণিত পদ্ধতিতে একাধিক প্যাকেজে ও প্রয়োজনে প্রতিটি প্যাকেজকে একাধিক লটে বিন্যস্ত করিতে পারিবে।";

(ঘ) উপ-ধারা (৬) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৬) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৬) উপ-ধারা (৫) এর অধীন কোনো একক প্যাকেজকে একাধিক লটে বিভক্ত করা হইলে, উক্ত লটসমূহের মোট অর্থের পরিমাণ অনুমোদনের এখতিয়ার যে কর্তৃপক্ষের থাকিবে, উক্ত যে কোনো লটের বা লটসমূহের চুক্তি সম্পাদনের জন্য ক্রয় প্রস্তাব সেই কর্তৃপক্ষের নিকট অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিতে হইবে।"।

৬। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ২২ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ২২ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২২ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"২২। **চুক্তি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা।**—(১) ক্রয়কারী কার্যকরভাবে চুক্তি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধিমালা ও আদর্শ দলিলের নির্দেশনাবলি অনুসরণ করিবে।

(২) চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদির কোনরূপ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, যথা: ভেরিয়েশন অর্ডার, অতিরিক্ত সরবরাহ, কার্য বা সেবা সম্পাদনের সময়সীমা ইত্যাদি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে একটি সংশোধিত চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে।

(৩) চুক্তির শর্তানুযায়ী দায়িত্বে অবহেলা, পণ্য সরবরাহ বা কার্য অথবা সেবা সম্পাদন নিশ্চিত করিবার বিষয়ে ক্রয়কারী এবং ক্ষেত্রমত তৎকর্তৃক নিযুক্ত প্রকল্প ব্যবস্থাপক ও চুক্তি বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত অপরাপর ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা প্রদান-সাপেক্ষে দায়বদ্ধ থাকিবে।"।

৭। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ২৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৫ এর বিদ্যমান বিধান উপ-ধারা (১) হিসাবে সংখ্যায়িত হইবে এবং এইরূপ সংখ্যায়িত উপ-ধারা (১) এরপর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (২) ও (৩) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(২) যোগ্যতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে এমন কোনো শর্ত আরোপ করা যাইবে না, যাহা অপ্রয়োজনীয়ভাবে নূতন নিবন্ধিত ব্যক্তি বা নবীন উদ্যোক্তাগণের অংশগ্রহণ সীমিত করে।

(৩) কেবল দীর্ঘমেয়াদি অভিজ্ঞতা, উচ্চ বার্ষিক টার্ন-ওভার, সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাজের অভিজ্ঞতা অথবা একক বৃহৎ চুক্তিসম্পাদনের অভিজ্ঞতাকে বাধ্যতামূলক যোগ্যতা হিসাবে নির্ধারণ করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, ক্রয়কারী বিশেষ ক্ষেত্রে ক্রয়কার্যের প্রকৃতি, জটিলতা ও ঝুঁকি বিবেচনা করিয়া বিশেষ শর্ত আরোপ করিতে পারিবে।"।

৮। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ২৫ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ২৫ এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন ধারা ২৫ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"**২৫ক। দেশীয় পণ্য ক্রয়ে অগ্রাধিকার।**—সরকার দেশীয় শিল্পের বিকাশ, স্থানীয় উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং সরকারি ক্রয়ের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে প্রত্যক্ষ অবদান বৃদ্ধির লক্ষ্যে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি ও শর্তে, সরকারি ক্রয়ে বাংলাদেশে উৎপাদিত বা প্রস্তুতকৃত পণ্যকে অগ্রাধিকার প্রদান অথবা নির্দিষ্ট শ্রেণির দেশীয় পণ্য ক্রয় বাধ্যতামূলক করিতে পারিবে।"।

৯। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ২৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৬ এর—

(ক) উপ-ধারা (২) এর প্রান্তস্থিত "।" (দাঁড়ি) চিহ্নের পরিবর্তে ":" (কোলন) চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ একটি শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা:—

"তবে শর্ত থাকে যে, দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সুরক্ষা, নূতন দরপত্রদাতা, অতি ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র দরপত্রদাতা বা নারী দরপত্রদাতা অথবা সুযোগবঞ্চিত ব্যক্তিদের ক্রয় প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার জন্য সরকার যোগ্যতার শর্তাদি শিথিল করিতে পারিবে।";

(খ) উপ-ধারা (২)-এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৩) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(৩) সরকারি ক্রয়ের অন্যতম মূলনীতি হিসাবে নৈতিকতা অনুশীলনের প্রেক্ষাপটে দরপত্রদাতার নৈতিক ও আইনি মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হওয়ার বিষয়টি বিধি দ্বারা নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যায়িত হইতে হইবে।"।

১০। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ২৭ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ২৭ এর উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(২) উপ-ধারা (১)-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেনো, কোনো বিদেশি ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ এই আইনের অধীন প্রাক্-যোগ্যতা, আগ্রহ ব্যক্তকরণ বা দরপত্র বা প্রস্তাব দলিলে অংশগ্রহণ করিতে চাহিলে আবশ্যিকভাবে বাংলাদেশী কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সাথে যৌথ উদ্যোগ গঠন করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বিদেশি ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ সহযোগে গঠিত যৌথ উদ্যোগে দেশীয় ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের ন্যূনতম অংশীদারত্ব বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, সরকার বিশেষ কোনো ক্রয়ের প্রয়োজনে এই ধরনের শর্ত শিথিল করিতে পারিবে।"।

১১। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ২৯ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ২৯ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (গ) এর উপ-দফা (আ) তে উল্লিখিত "অনুমোদনের" শব্দের পরিবর্তে "সুপারিশের" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

১২। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৩০ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৩০ এর উপ-ধারা (৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৪) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৪) এই ধারার অধীন আপিল দায়ের ও নিষ্পত্তি এবং রিভিউ প্যানেল গঠন বা পুনর্গঠন বা প্যানেলের কোনো সদস্য অপসারণ বা শূন্যপদ পূরণের জন্য সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।"।

১৩। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৩১ এর প্রতিস্থাপন**।—উক্ত আইনের ধারা ৩১ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৩১ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৩১। **পণ্য, কার্য, ভৌত সেবা, ইত্যাদি ক্রয়ে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির প্রয়োগ**।—(১) ক্রয়কারী পণ্য, কার্য বা ভৌতসেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে, আইনের ধারা ৩১ক (২) এ বর্ণিত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতিরেকে, অগ্রে বিবেচ্য হিসাবে নিম্নবর্ণিত শর্ত পরিপালনপূর্বক উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগ করিবে, যথা:—

(ক) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, প্রাক-যোগ্যতা নির্ধারণ;

(খ) দরপত্রদাতাগণকে বৈষম্যহীন ও সম-শর্তাধীনে প্রতিযোগিতার সুযোগ প্রদান;

(গ) ধারা ৪০-এ বর্ণিত বিধান অনুসরণে বিজ্ঞাপন প্রদানের মাধ্যমে দরপত্র আহ্বান;

(ঘ) দরপত্র দাখিলের জন্য এবং পণ্য সরবরাহ, কার্য সম্পাদনের বা ভৌতসেবা প্রদানের জন্য নির্ধারিত ন্যূনতম সময় প্রদান;

(ঙ) দরপত্রের দুইটি অংশ থাকিবে, যথা: কারিগরি প্রস্তাব ও আর্থিক প্রস্তাব;

(চ) কারিগরি প্রস্তাব মূল্যায়নান্তে উত্তীর্ণ দরদাতাগণের আর্থিক প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ;

(ছ) দরপত্রদাতা কর্তৃক দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় হইতে উল্লেখযোগ্যভাবে কম মূল্য (significantly low price) উদ্ধৃত করা হইলে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত নিম্নদর মূল্যায়ন;

(জ) সর্বনিম্ন গ্রহণযোগ্য দরপত্রদাতার সহিত চুক্তিসম্পাদন;

(ঝ) বিধি দ্বারা নির্দিষ্টকৃত মূল্যসীমার উর্ধ্বের ক্রয়ের ক্ষেত্রে টেকসইতা (Sustainability) উপাদানসহ কারিগরি প্রস্তাবের মানের জন্য প্রদত্ত স্কোর এবং আর্থিক প্রস্তাবের মূল্যভিত্তিক স্কোর-এই দুইয়ের অনুপাতভিত্তিক মূল্যায়ন।

(২) উপ-ধারা (১)-এ বর্ণিত পদ্ধতির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বিধি দ্বারা নির্ধারণ করা যাইবে।"।

১৪। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৩১ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ৩১ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৩১ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"৩১ক। পণ্য, কার্য, ভৌত সেবা ইত্যাদি ক্রয়ে সীমিত ক্রয় পদ্ধতির প্রয়োগ।—(১) সরকারি ক্রয়ের মাধ্যমে দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সুরক্ষা, নূতন দরপত্রদাতা, অতি ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র দরপত্রদাতা **বা নারী** দরপত্রদাতা অথবা সুযোগবঞ্চিত ব্যক্তিদের ক্রয় প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার তথা চুক্তি প্রাপ্তির সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে অথবা যেই সকল ক্ষেত্রে কারিগরি বা সরবরাহ শৃঙ্খলজনিত কারণে কেবল সীমিত সংখ্যক সরবরাহকারী বা ঠিকাদার বা সেবা প্রদানকারী রহিয়াছেন সেই সকল ক্ষেত্রে ক্রয়কারী, ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার অনুমোদনক্রমে, সীমিত দরপত্র পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া ক্রয়কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

(২) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে সীমিত দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাইবে, যথা:—

(ক) বিশেষায়িত প্রকৃতির বা সরবরাহ শৃঙ্খলসংবলিত পণ্য, কার্য বা ভৌত সেবা, যাহা কেবল সীমিত সংখ্যক সরবরাহকারী বা ঠিকাদারগণের নিকট হইতে লভ্য হয়;

(খ) খুচরা যন্ত্রাংশের মজুদ এবং রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে, কোনো ব্রান্ডের নির্দিষ্ট মান প্রমিতকরণ সংক্রান্ত সরকারি নীতি থাকিলে;

(গ) জরুরি প্রয়োজনে, যাহা পূর্বানুমান করা ক্রয়কারীর পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই বা ক্রয়কারীর দীর্ঘসূত্রিতার কারণেও সূচিত হয় নাই, পণ্য, কার্য বা ভৌতসেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র পদ্ধতি অবলম্বন বাস্তবসম্মত নয় বলিয়া প্রতীয়মান হইলে;

(ঘ) সরকারি ক্রয়ের মাধ্যমে দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সুরক্ষার স্বার্থে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের আওতায় এবং সরকার কর্তৃক গঠিত বা অনুমোদিত অর্থনৈতিক জোনে উৎপাদিত কোনো পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে; এবং

(ঙ) নূতন দরপত্রদাতা, অতি ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র দরপত্রদাতা বা নারী দরপত্রদাতা অথবা সুযোগবঞ্চিত ব্যক্তিবর্গসহ অপরাপর দরপত্রদাতাগণের নিকট হইতে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত মূল্যসীমাসাপেক্ষে, এলাকাভিত্তিক অধিক্ষেত্র ও বিন্যস্ত শ্রেণি মোতাবেক তালিকাভুক্তির মাধ্যমে পণ্য, কার্য, বা ভৌতসেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর দফা (ক), (খ) ও (ঘ) এর ক্ষেত্রে কোনো মূল্যসীমা প্রযোজ্য হইবে না এবং সম্ভাব্য সরবরাহকারী বা ঠিকাদার বা সেবা প্রদানকারীদেরকে দরপত্র দাখিলের জন্য আহ্বান জানাইতে হইবে, দফা (গ) এর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মূল্যসীমার মধ্যে এবং বিধি দ্বারা বর্ণিত পদ্ধতিতে দরপত্র নিষ্পত্তি করিতে হইবে এবং দফা (ঙ) এর অধীন অভ্যন্তরীণ ক্রয়ের ক্ষেত্রে দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় (official cost estimate) হইতে বিধি দ্বারা নির্ধারিত শতকরা হারের অধিক কম বা অধিক বেশি দর উদ্ধৃত করা হইলে উক্ত দরপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।"।

১৫। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৩২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩২ এর উপ-ধারা ১ এর—

(ক) দফা (ক) বিলুপ্ত হইবে;

(খ) দফা (খ) এর উপ-দফা (ই) বিলুপ্ত হইবে;

(গ) দফা (গগ) বিলুপ্ত হইবে।

১৬। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৩৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৪ এর—

(ক) উপ-ধারা (১ক) বিলুপ্ত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত ", (১ক)" কমা, বন্ধনী, সংখ্যা ও বর্ণ বিলুপ্ত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৫) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৫) প্রতিস্থাপিত হইবে; যথা:—

"(৫) পণ্য, কার্য বা ভৌত সেবা সরবরাহের জন্য কেবল একজন দরপত্রদাতা থাকিলে অথবা অপর কোনো রাষ্ট্রের সরকার বা সরকারি প্রতিষ্ঠান বা সরকার মনোনীত প্রতিষ্ঠান বা জাতিসঙ্ঘের কোনো অঙ্গ প্রতিষ্ঠান বা কোনো আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংস্থার নিকট হইতে কোনো পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয় করিবার ক্ষেত্রে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আন্তর্জাতিক সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাইবে।";

(ঘ) উপ-ধারা (৬) এ উল্লিখিত ", (১ক)" কমা, বন্ধনী, সংখ্যা ও বর্ণ বিলুপ্ত হইবে।

১৭। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৪০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪০ এর—

(ক) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "একটি বাংলা এবং একটি ইংরেজি" শব্দগুলির পর "জাতীয়" শব্দটি সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৫) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৫) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৫) যে ক্ষেত্রে কোনো পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের বিষয় আন্তর্জাতিক আবেদনকারী, দরপত্রদাতা বা পরামর্শকদের অবহিত করা হয়, সেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপন উপ-ধারা (২)-এ বর্ণিত ব্যবস্থার অতিরিক্ত হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে প্রচারিত একটি ইংরেজি সংবাদপত্রে বা প্রকাশনায় বা নিউজ-পোর্টালে, অথবা, ক্ষেত্রমত, জাতিসংঘের কোনো প্রকাশনায় বা ওয়েবসাইটে (যেমন: UNGM-United Nations Global Marketplace) বা আন্তর্জাতিক দরপত্র বা বাণিজ্যিক পোর্টাল এবং প্রয়োজনবোধে, বাংলাদেশে অবস্থিত বৈদেশিক মিশনসমূহে বা বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের মিশনসমূহে প্রচার করিতে হইবে।"।

১৮। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৪৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪৬ এর উপ-ধারা (৫) বিলুপ্ত হইবে।

১৯। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৪৭ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪৭ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৪৭ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:–

"৪৭। **দরপত্র উন্মুক্তকরণ।**—(১) দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি, দরপত্র দাখিলের জন্য ক্রয়কারী কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সময়সীমা অতিক্রান্তের অব্যবহিত পর দরপত্রের কারিগরি প্রস্তাবসমূহ উন্মুক্ত করিবে এবং কারিগরি প্রস্তাবসমূহের মূল্যায়ন সমাপন এবং উক্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত আর্থিক প্রস্তাবসমূহ একটি নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কারিগরি প্রস্তাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের পর দরপত্র দলিলে উল্লিখিত স্থানে আগ্রহী উত্তীর্ণ দরপত্রদাতা বা তাহাদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি সংরক্ষিত আর্থিক প্রস্তাব ও দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় উন্মুক্ত করিবে এবং মূল্যায়ন সম্পাদন করিবে।

(২) উপ-ধারা (১)-এ বর্ণিত বিধান অনুসরণক্রমে উন্মুক্ত হয় নাই এমন কোন দরপত্র বিবেচনা করা হইবে না এবং উহা উন্মুক্ত না করিয়া দরপত্রদাতাকে ফেরত প্রদান করিতে হইবে।"।

২০। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৪৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর শর্তাংশের প্রান্তস্থিত "।" (দাঁড়ি) চিহ্নের পরিবর্তে ":" (কোলন) চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা:—

"আরও শর্ত থাকে যে, সরকার বিধি নির্ধারিত পদ্ধতিতে নেগোসিয়েশনের সুযোগ বৃদ্ধি বা সীমিত করিতে পারিবে।"।

২১। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৫০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৫০ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৫০ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৫০। **দরপত্র দাখিল-উত্তর যোগ্যতা যাচাই।**—দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি ধারা ৪৮ এর অধীন দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন চূড়ান্ত করিবার পূর্বে দরপত্র দলিলে উল্লিখিত দরপত্র দাখিল-উত্তর যাচাই নির্ণায়ক অনুসারে সর্বনিম্ন রেসপন্সিভ অথবা এই আইনের ধারা ৩১(১)(ঝ) মোতাবেক সফল দরপত্রদাতার কার্যকরভাবে চুক্তি পালনের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও আর্থিক সামর্থ্য আছে কি না তাহা যাচাই করিয়া দেখিবে।"।

২২। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৫১ সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৫১-এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "নোটিশ প্রদান করিবে" শব্দগুলির পর "অথবা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ধারা ৭(৬) মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করিবে" শব্দগুলি ও কমা সংযোজিত হইবে।

২৩। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৫৩ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ৫৩-এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৫৩ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৫৩। **দরপত্র প্রক্রিয়ার পরিসমাপ্তি।**—ক্রয়কারী কৃতকার্য দরপত্রদাতার সহিত চুক্তিস্বাক্ষরের পর অন্যান্য দরপত্রদাতাদের তাহাদের অকৃতকার্য হওয়ার বিষয়টি লিখিতভাবে অবহিত করিবে, কৃতকার্য ব্যক্তির মালিকানা বিষয়ক ও চুক্তি স্বাক্ষরসংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সহযোগে চুক্তিস্বাক্ষরসংশ্লিষ্ট নোটিশ প্রকাশ করিবে ও গ্রহণযোগ্য দরদাতাগণের দরপত্র জামানত ফেরত প্রদান করিবে এবং ইহার দ্বারা দরপত্র প্রক্রিয়ার পরিসমাপ্তি ঘটিবে।"।

২৪। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৫৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৫৬ এর উপ-ধারা (১)এ উল্লিখিত "ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধানের" শব্দগুলির পরিবর্তে "ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার এবং অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান এর নিম্নতর পর্যায়ের হইলে উক্ত অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৫। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৫৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৫৯ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির" শব্দগুলির পর "এবং অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান এর নিম্নতর পর্যায়ের হইলে উক্ত অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

২৬। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৬১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৬১ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "পেশ করিবে" শব্দগুলির পর "অথবা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ধারা ৭(৬) মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করিবে" শব্দগুলি ও কমাগুলি সংযোজিত হইবে।

২৭। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৬৩ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ৬৩ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৬৩ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৬৩। **প্রস্তাব প্রক্রিয়ার পরিসমাপ্তি।**—ক্রয়কারী কৃতকার্য পরামর্শকের সহিত চুক্তিস্বাক্ষরের পর অন্যান্য সকল আবেদনকারী বা পরামর্শককে তাহাদের অকৃতকার্য হওয়ার বিষয়টি লিখিতভাবে অবহিত করিবে, কৃতকার্য পরামর্শকের মালিকানা-বিষয়ক ও চুক্তিস্বাক্ষরসংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সহযোগে চুক্তিস্বাক্ষরসংশ্লিষ্ট নোটিশ প্রকাশ করিবে এবং ইহার দ্বারা প্রস্তাব প্রক্রিয়ার পরিসমাপ্তি ঘটিবে।"।

২৮। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৬৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৬৪ এর—

(ক) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "বা অন্য কোন কর্মকান্ডে" শব্দগুলির পরিবর্তে "প্রতিবন্ধকতামূলক কর্মকাণ্ডে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৫) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৫) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৫) সরকার বা ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, কোনো ব্যক্তি এই আইন, বিধি, দরপত্র দলিল বা চুক্তির শর্তাবলি লঙ্ঘন, দুর্নীতি, প্রতারণা বা জালিয়াতি, চক্রান্তমূলক বা আঁতাত, জবরদস্তি, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, কার্যসম্পাদন ব্যর্থতা অথবা জনস্বার্থবিরোধী অন্য কোনো গুরুতর অসদাচরণের কারণে দোষী সাব্যস্ত হইতে পারে তাহা হইলে, তাহার বিরুদ্ধে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে অভিযোগের বিবরণসহ বিধি দ্বারা নির্ধারিত সময় প্রদানপূর্বক লিখিতভাবে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করিতে হইবে এবং তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।";

(গ) উপ-ধারা (৬) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৬) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৬) উপধারা (৫) অনুসারে প্রদত্ত ব্যাখ্যা, উপস্থাপিত তথ্য ও প্রমাণ এবং সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান কারণ লিপিবদ্ধপূর্বক কোনো ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সরকারি ক্রয়কার্যে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অযোগ্য ঘোষণা করিতে পারিবে; তবে দুর্নীতি, প্রতারণা বা জালিয়াতি, চক্রান্তমূলক বা আঁতাত, জবরদস্তি, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির ঘটনা ব্যতীত শুধুমাত্র সংশোধনযোগ্য ত্রুটির ক্ষেত্রে অযোগ্য ঘোষণার পূর্বে যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে সংশোধনের সুযোগ প্রদান করিতে পারিবে। এই আইনের অধীন অযোগ্য ঘোষণা, তাহার মেয়াদ নির্ধারণ, নিবন্ধন বাতিল, তথ্য সংরক্ষণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।"।

২৯। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনে একটি নূতন ধারা ৬৬ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ৬৬ এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন ধারা ৬৬ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"৬৬ক। ক্রয় প্রক্রিয়ায় দক্ষতা নিশ্চিতকরণ, ইত্যাদি বিষয়ে বিপিপিএ এর দায়িত্ব।— বিপিপিএ এই আইনের কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করিতে ক্রয়কারী ও সংশ্লিষ্ট জনবল এবং অন্যান্য অংশীজনদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন করিবে; ক্রয় প্রক্রিয়ার আধুনিকীকরণ ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য গবেষণা পরিচালনা করিবে; স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, নৈতিকতা অনুশীলন, টেকসইতা, কার্যকর প্রতিযোগিতা, ইত্যাদি মূলনীতিসমূহ বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ ও সরকারকে পরামর্শ প্রদান করিবে; এবং প্রতি বৎসরে এর কার্যক্রম সম্পর্কে সরকারের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবে।"।

৩০। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৬৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৬৮ এর উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) এই আইনে কিংবা বর্তমানে বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেনো, সরকার রাষ্ট্রীয় জরুরি প্রয়োজনে বা বিপর্যয়কর কোনো ঘটনা মোকাবেলা বা জনগুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়সংক্রান্ত ক্রয়কার্য সম্পাদনে, অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশক্রমে, এই আইনে বর্ণিত সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি বা একক উৎসভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণ অথবা কোন ক্রয় পদ্ধতির বিশদ ধাপ অনুসরণের বাধ্যবাধকতা পরিহার অথবা বিকল্প ক্রয় ব্যবস্থা (Alternative Procurement Arrangement) অনুসরণ করিতে পারিবে।"।

তারিখ: ০৬ আশ্বিন, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ / ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

ড. হাফিজ আহমেদ চৌধুরী
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd